গাংনীতে সাপের কামড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে ইয়ারুল ইসলাম (৫২) নামের এক ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ইয়ারুল ইসলাম গাংনী বাজারের একজন বড়া ব্যবসায়ী ও গাংনী পৌর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভিটাপাড়ার মৃত জান আলীর ছেলে।

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোতালেব হোসেন জানান, শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে পূর্ব মালসাদহ গ্রামের মাঠে ধান ক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিষধর সাপে ইয়ারুল ইসলামকে কামড় দেয়। পরে তাকে পার্শ্ববর্তী এক নম্বর পৌর এলাকার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের জনৈক ওঝার কাছে নেয়া হলে তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। পরে বাড়িতে আসার পর বিষধর সাপটিকে খুঁজে বের করে পিটিয়ে হত্যার পর আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়।

এ ঘটনার কিছু সময় পর ইয়ারুল ইসলামের অবস্থার অবনতি দেখা দেয়। ফলে তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মুমূর্ষ অবস্থায় মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বর্নাঢ্য আয়োজনে মেহেরপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান, বিনামূল্যে লিগ্যাল এইডে আইনি সেবাদান’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০২৩ পালিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সকাল সাড়ে আটটার সময় শান্তির প্রতীক পায়রা

ও বেলুন উড়ানো সহ এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং মেহেরপুর জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল্লাহর সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, বিচারক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল মোঃ তোহিদুল ইসলাম, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সার্কেল আজমল হোসেন, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক,জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি কামরুল হাসান, সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, এ্যাড. সাথী বোস, সরকারী কোশলী এ্যাড. গোলাম মোস্তফা সহ সেবা গ্রহিতা পারুল খাতুন ও উজ্জল হোসেন।

আলোচনা সভায় জেলা লিগ্যাল এইডের কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার সেলিম রেজা। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ

বিনির্মানে লিগাল এইড অনন্যা ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের যে কোন মানুষ ১৬৪৩০ টোল ফ্রি নাম্বারে কল করে বা সরাসরি লিগাল এইড অফিসে এসে আইন গত সহায়তা নিতে পারে। বাংলাদেশের প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগন যাতে মামলা পরিচালনার ব্যায়ভার মেটাতে না পেরে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় সেই লক্ষে শেখ হাসিনা ২০০০ সালে জেলা পর্যায়ে লিগাল এইড বা আইনগত সহায়তা কেন্দ্র চালু করেন, পরবর্তীতে ২০১১ সালে আইন সংশোধন করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আইনগত সহায়তা কেন্দ্রের সেবা বিস্তৃত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচারণার অভাবে এ কার্যক্রম ততোটা গতি না পেলেও বর্তমানে অনেক মানুষ লিগাল এইড থেকে আইনি সহায়তা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। এতে আদালতে মামলার চাপও অনেকটা কমেছে।’

গাংনীতে জমি সংক্রান্ত বিরোধে চাচাতো ভাইয়ের হাতে ভ্যানচালক খুন

মেহেরপুরের গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আব্দুল আলীম
(৫০) নামের এক ভ্যান চালককে উপর্যপুরি কুপিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন।

শুক্রবার (২৮এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মোহম্মদপুর গ্রামের পূর্বপাড়া মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুল আলীম ঐ গ্রামের পশ্চিম পাড়ার আব্দুল গণির ছেলে। নিহতের চাচাকে হামলা কারিদের হাত থেকে বাঁচাতে আব্দুল আলীম খুন হয়েছে বলে দাবী পরিবারের।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শরিকানা জমি ভাগাভাগি নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। নিহতের অংশ বিক্রি হয়ে গেলেও গতকাল বৃহষ্পতিবার শরিকদের মধ্যে জমি ভাগ হয়। আজ সকালে জমিতে গেলে আগে থেকে প্রস্তুত প্রতিপক্ষ জমির বর্তমান মালিক ও নিহতের চাচা একই এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে খলিলুর রহমানের ওপর হামলা করলে, নিহত আব্দুল আলিম বাঁধা দিলে তাকে দেশিয় অস্ত্র (ফলা, হাতুড়ি, লোহার রড ও হাসুয়া) দিয়ে উপর্যপুরি কুপিয়ে ঘটনা স্থলেই মৃত্যু নিশ্চিত করে পালিয়ে যায়। এসময় আশপাশের মাঠের লোকজন ছুটে এসে আহত খলিলুর রহমানকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

নিহত আব্দুল আলীমের স্ত্রী মানিয়ারা জানান, আমাদের জমির অংশ অনেক আগেই বিক্রি করে দিয়েছি। আমার স্বামীর সাথে কারও বিরোধ নেই। আমার চাচা শশুর খলিলুর রহমান আজ আবার নতুন করে জমি ভাগাভাগি করছিল। এসময় আমার আর এক চাচা শশুর আব্দুল কাদেরের ছেলে আব্দুর হান্নান, সাহাদত ও বান্টু ও তার ছেলেরা খলিলুর রহমানের ওপর হামলা করে। এসময় তাকে বাঁচাতে গেলে রাগান্বিত হয়ে হামলাকারিরা আমার স্বামীকেই খুন করে পালিয়ে যায়।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনার

সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে একটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে সংবাদ পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকজনের সাথে বিস্তারিত জেনেছি। মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসাপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ কাজ করছে।

সচেতন ও কার্যকর দায়িত্ব পালন করতে হবে- সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি

অকুতোভয় তারুণ্যের সমাবেশ,গড়বো আগামীর সোনার বাংলাদেশ ” এই প্রতিপাদ্য কে ধারণ করে গাংনীতে দিনব্যাপি তৃতীয় ইয়ুথ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় গাংনী অডিটোরিয়ামে শুরু হয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ইয়ুথ কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারের গাংনী উপজেলার সকল ইউনিটের আয়োজনে এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় ইয়ুথ কনফারেন্স এর আহবায়ক জেলা ইয়ুথ কোর্ডিনেটর ইনজামামুল হকের সভাপতিত্বে এবং ইরফানা তাসনুবা অদিতি এর সঞ্চালনায় প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসী ফোরামের জেলা সভাপতি সিরাজুল ইসলাম , দি হাঙ্গার প্রজেক্টের যশোর অঞ্চলের কোর্ডিনেটর খোরশেদ আলম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুজন এর জেলা সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক রফিকুল আলম বকুল, গাংনী উপজেলা সাধারণ সম্পাদক এ এস এম আবু সাদাত সায়েম, প্রভাষক শফি

কামাল পলাশ, দি হাঙ্গার প্রজেক্টের হাংনী এলাকা সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন, সাংস্কৃতিক কর্মী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আজিজুল হক রানু, জিজিএস ফোরামের সভাপতি মো: আব্দুর রব ।

অনুষ্ঠানে ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার এর ফিরোজ আহম্মেদ পলাশ, শিরিন শারমিন,হুসাইন বাদশা, ইশরাত জাহান ইভা, মাহফুজ রাব্বি অনিক, রাকিবুল ইসলাম রকি সহ ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার এর সদস্যরা।দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগী সংগঠন ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার এর সদস্যরা স্যানিটেশন, শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ দেশের যে কোন প্রয়োজনে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে করেনা মোকাবিলায় এ সংগঠনের সদস্যরা নিজের জীবনকে বাজী রেখে সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

প্রধানঅতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি বলেন, সবাইকে নিয়মের মধ্যে দিয়ে সহনশীল আচরণ, দায়িত্ববোধ তৈরি ও ভাল কাজের মধ্যে দিয়ে দেশের ও মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে। এ দেশকে গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমাদের মতো তরুনদের। আগামীর বাংলাদেশ তোমাদের হাত দিয়েই গড়ে উঠবে। তোমাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। আমাদের যুব সমাজ আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। মাদকদ্রব্য, মোবাইল আসক্তিতে আজ যুব সমাজ ডুবে গেছে। তোমাদেরকে সচেতন ও কার্যকর দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজেদেরকে আগামীর বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশের নাগরিক হতে হলে তোমাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, তোমাদের দায়িত্ব নিয়ে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে। মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে , হুদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। ভাল মানুষ হতে হলে তোমাদের নিজের দায়িত্ববোধ নিয়ে সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য কাজ করতে হবে। তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে করোনাকালীন মানুষের পাশে থাকার জন্য হাঙ্গার প্রজেক্টের কথা উল্লেখ করেন। তরুনদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, তোমার যে কাজটা করবে অবশ্যই ভালভাবে মনোযোগ দিয়ে করতে হবে। সফলতা নিজের কাছে সুতরাং তোমাদের অবশ্যই মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তিনি ইয়ুথ সদস্যদের উদ্দেশ্য বলেন, সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে, নিজের যোগ্যতায় কাজ করতে হবে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে হলে তোমাদের কাজ করতে হবে। মানবিক মুল্যবোধ নিয়ে কাজ করতে হবে। শতভাগ মনোযোগ দিয়ে তোমাদের কাজ করতে হবে। তিনি বলেন,তোমরাই আগামীর বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

গাংনীর করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীনবরণ, বাইসাইকেল বিতরণ

গাংনী উপজেলার করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয়ের সভাপতি এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শুরুতে নবীন ও বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের ১৬ জন অস্বচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষর্থী ও অভিভাবকববৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বিদ্যালয়ের বাউন্ডারি প্রাচির নির্মাণ কাজের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি। এসময় ব্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থী ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট ময়না মেম্বর কারাগারে

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট মহাজনপুর ইউনিয়নের মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়নার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগর আমলী আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বর মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পরিচালনা করে ময়না মেম্বর কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। মেহেরপুর শহরের নীলমনি সিনেমা হলপাড়ায় ৬তলা ভবন তৈরি, নিজ গ্রাম কোমরপুরে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন ময়না মেম্বর। এছাড়া ভাইয়ের নামে ভাটা ব্যবসা করেন ময়না মেম্বর।

মেহেরপুর প্রতিদিনে সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপনে থাকেন ময়না। বেশ কিছুদিন ভারতে পালিয়েও ছিলেন তিনি। পরে উচ্চ আদালত থেকে অন্তবর্তীকালীন জামিন নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর রাতে মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম অপরাধ বিভাগের এস আই এস এম মনিরুজ্জামান মিলনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম কোমরপুর থেকে জিহাদ আলীকে আটক করে। জিহাদ আলী ময়না মেম্বারের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।

এর আগে ২৫ আগষ্ট বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল নামে প্রথম এক অনলাইন এজেন্ট আটক করে ডিবি পুলিশ। রয়েলের দেওয়া স্বীকারোক্তীতে ১১ নম্বর মামলার আসামি দেখা হয়েছিলো জাহিদ ওরফে শিমুলকে। শিমুল একাধারে ময়না মেম্বরের মাসুদ, রুবেল, নাসির শাহ পাশাপাশি মেহেরপুরিয়ান সপের মালিক ও মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতো।

ওই সময় জাহিদকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ ১৬৪ ধারায়

জবানবন্দী গ্রহণ করেন। জিহাদ আলী প্রথমে ময়না মেম্বার, মাসুদ ও রুবেলের সাব এজেন্ট গোপালপুরের এবং পরিচালনা করতো এবং পরে নাসির শাহ মহাজনপুরের হেলালের সাব এজেন্ট হিসেবে মাসিক বেতনে কাজ করতো বলে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

জানা গেছে, জিহাদ ওরফে শিমুলের কাছে থেকে পুলিশ মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। যে মোবাইলে ০১৮৩২-৫৩০৯১৫ ও ০১৯৮৮-২৩২৯৯৫ নম্বরের দুটি সিম ছিলো। মোবাইলে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী রেড্ডি অ্যাপসে সাব এজেন্ট ৮৪৪২ এ ৮লাখ ৬৮৮৫৯ টাকা ব্যালেন্স ছিলো। অনলাইন জুয়ার চ্যানেল ফাজনাত নগদ এ ৬ লাখ ৬৮ হাজার৬৩৬ টাকা, ফাজনাত উপায় এ ৮লাখ ৭হাজার ৯০৩ টাকা ব্যালেন্স পাওয়া যায়।

এসময় আসামী শিমুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার চ্যানেল মালিক কোমরপুর গ্রামের আনছার মেম্বারের ছেলে বর্তমান মেম্বর ময়নদ্দিন ওরফে ময়না মেম্বার, বলিয়ারপুর গ্রামের মুনসুর আলীর ছেলে মো: মাসুদ, কোমরপুর গ্রামের আনারুলের চৎরাধপ রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কোমরপুর গ্রামের আনারুলের ছেলে রুবেলের চ্যানেলের সাব এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো। পরবর্তিতে পুলিশের অভিযান শুরু হলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তিতে গোপালপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নাসির শাহ ও মহাজনপুর গ্রামের আব্দুস সাত্তার বাটুলের ছেলে হেলালের ওয়ান এক্স বেটের সাব এজেন্ট হিসেবে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করতো এবং মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতো। বর্তমানে ওয়ান এক্স বেটের ফাজনাত বিকাশ, ফাজনাত উপায় ও ফাজনাত নগদ নামে তিনটি অনলাইন জুয়ার সাব এজেন্ট পরিচালনা করছিলো।

আরো জানা যায়, জিহাদ আলী ব্যবহৃত সাব এজেন্টের সিমগুলো জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরি রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার নাম দিয়ে করে অনলাইন জুয়ার পরিচালনা করে আসছিলো।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিত অবৈধ ই ট্রানজেকশনের মাধ্যমে রাশিয়ান অনলাইন জুয়া সাইট ওয়ান এক্স বেট ও মেলবেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোটি কোটি টাকা পাচার করছেন অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা। আর এ কাজে সহযোগীতা করছেন মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এর সাথে সেলস প্রতিনিধিরা। তারা মোটা টাকার বিনিময়ে জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে অনলাইন জুয়ার এজেন্টের এজেন্ট সরবরাহ করছেন।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর, মহাজনপুর, গোপালপুর, সদরের টুঙ্গী, মেহেরপুর শহর, গাংনীর গাড়াডোবসহ বেশ কয়েকটি গ্রামে অনলাইন জুয়ার দূর্গ গড়ে উঠেছে। এসব দূর্গে পুলিশ হানা দিয়ে এ পর্যন্ত ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশের অভিযানের পাশাপাশি মেহেরপুর প্রতিদিনও ধারাবাহিকভাবে অনলাইন জুয়ার আদ্যপান্ত নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে । ফলে অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা একরকম কোনঠাসা হয়ে পড়ে। গ্রেফতার এড়াতে অনেকেই আত্মগোপনে রয়েছেন, অনেকেই রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়ে রয়েছেন। মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন শত শত কোটি টাকা

গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিভাবকের অভিযোগ

গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের বহুল আলোচিত পরিচালক আবুল কাসেমের বিরুদ্ধে এবার সাজ্জাদ হোসেন নামের একজন অভিভাবক ইউএনও বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার মেয়ে ফারজানা সাজ্জাদের এসএসসি পরীক্ষার প্রবেশপত্র নিতে গেলে অতিরিক্ত ২৪ শ টাকা দাবী করে প্রবেশপত্র আটকিয়ে রেখেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (২৫ এপ্রিল) গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে (ইউএনও) দেওয়া লিখিত অভিযোগের অনুলিপি গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও মেহেরপুর প্রতিদিনকেও দিয়েছেন অভিযোগকারী সাজ্জাদ হোসেন।

লিখিত অভিযোগে সাজ্জাদ হোসেন বলেন, আমার মেয়ে ফারজানা সাজ্জাদ গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজ থেকে চলতি বছরে এসএসসি পরীক্ষার্থী। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তার স্কুলের বেতন পরীক্ষার ফিস ও অন্যান্যসহ সমস্ত বকেয়া পরিশোধ আছে। আমি আমার মেয়ের পরীক্ষার প্রবেশপত্র আনার জন্য সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেমের কাছে যায়। প্রবেশপত্র চাইলে তিনি

অতিরিক্ত ২৪ শ টাকা দাবী করেন। তার দাবীকৃত ২৪’শ না দিলে প্রবেশপত্র দেবেনা বলে জানান তিনি। এই টাকা কেনো চাচ্ছেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে বলেন আমি প্রবেশপত্র বাবদ ২৪ শ টাকা পেয়ে থাকি। তোমাকেও ২৪ শ টাকা দিতে হবে। আমি গরীব মানুষ অতিরিক্ত টাকা দেওয়ার সামর্থ নেই। মেয়ের পরীক্ষা পাওয়ার জন্য সাজ্জাদ হোসেন ইউএনও’র সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজ থেকে চলতি বছরে ৪৫ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানায় বিদ্যালয়ের একটি সূত্র।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাজ্জাদ হোসেন নামের এক অভিভাবক এই অভিযোগ ইউএনও স্যারকে দিয়েছে। তারই অনুলিপি আমাকে দিয়েছেন। আমি সাথে সাথে সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেম সাহেবকে ফোন দিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, এর আগে বিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন শিক্ষক তার শিক্ষা সনদ ও বকেয়া বেতন পরিশোধ না করার কারণে আবুল কাসেমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সহকারি বজলুর রহমান বলেন, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি ডকেট করে ইউএনও স্যারের বরাবর পাঠানো হয়েছে।

সিনিয়র গ্রুপে ওল্ড টাইগার্স, জুনিয়রে ২০০২ চ্যাম্পিয়ন

ভাঙলো প্রাণের মেলা। ২৩ এপ্রিল শুরু হয়ে ২৫ এপ্রিল বিকালে ফাইনাল খেলার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (এমজিএইচএস) ক্রিকেট টুনামেন্ট। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিলো।

১৯৭৫ থেকে ২০১০ সালের এসএসসি ব্যাচ ভিত্তিক এ ক্রিকেট

টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের ২০০৪ সালের ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। তাদের এ আয়োজন প্রাণের সঞ্চার তৈরি করে বন্ধুত্তের মেল বন্ধন সৃষ্টি করেছে। তরুণ সমাজ যখন মোবাইলসহ বিভিন্ন ধরণের নেশায় আসক্ত ঠিক সে মুহুর্তে এ আয়োজন মেহেরপুরে নতুন এক বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে। এ টুর্নামেন্টকে ঘিরে দুর দুরান্তের দর্শকরাও বিমোহিত ছিলো চেয়ারবিহীন গ্যালারিতেও। চার ছক্কা কিংবা আউট হলেও মিউজিকের শব্দে পুরো খেলার মাঠে উৎসবের আমেজ তৈরি হচ্ছিলো। টুর্নামেন্টে দুটি গ্রুপে ১২ টি দল অংশ নেয়। সিনিয়র গ্রুপে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত এসএসসি ব্যাচসহ ২০০১ সাল পর্যন্ত ৪টি দল এবং জুনিয়র গ্রুপে ২০০২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৮টি দল খেলায় অংশ নেয়।

সিনিয়র গ্রুপে ওল্ড টাইগার ২০০১ ব্যাচকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ২০০২ ব্যাচ ২০১০ ব্যাচকে হারিয়ে জুনিয়র গ্রুপের শিরোপা ঘরে তোলে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সিনিয়র গ্রুপের ফাইনাল খেলায় ৮ উইকেটে ২০০১ ব্যাচকে পরাজিত করে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০০১ ব্যাচ ৮ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ফয়সাল ৪২ করে রান করে। জবাবে খেলতে নেমে ওল্ড টাইগার্স ২ উইকেট হারিয়ে শ^◌াসরুদ্ধকর ম্যাচ জিতে নেয়। শেষ বলে ওল্ড টাইগার্স এর প্রয়োজন ছিল পাঁচ রান। অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার লিটিল শেষ বল থেকে ৬ রান করে নাটকীয়ভাবে দলকে জয়ী করান। খেলা শেষে ওল্ড টাইগার্সের খেলোয়াড়রা উল্লাসে ফেটে পড়েন। দলের পক্ষে জুয়েল সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন।

বিকালে জুনিয়র গ্রুপের ফাইনাল খেলায় ২০০২ এর ব্যাচ ৪২ রানের বড় ব্যবধানে ২০১০ ব্যাচকে পরাজিত করে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০০২ ব্যাচ ৮ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ইমরুল কায়েস ৩২,ইমন ২৪, জিকো ২২ এবং ফয়সাল ২০ রান করেন। ২০১০ ব্যাচের নির্ঝর, বিজন এবং রাজু ১টি করে উইকেট লাভ করেন।

জবাবে খেলতে নেমে ২০১০ ব্যাচ নির্ধারিত ৮ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৭০ রান তুলতে সমর্থ হন। ২০০২ ব্যাচের জিকো ও উজ্জল দুটি করে উইকেট লাভ করেন। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে ইমরুল কায়েস ম্যান অফ দ্যা ফাইনাল,ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট,সর্বোচ্চ ছক্কা ও সেরা ক্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স আপ দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্টাসিস গ্রুপের স্বত্বাধিকার নিশাত বিন জিয়া রুম্মান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন।

এসময় তিনি বলেন, আমি এ স্কুলে লেখাপড়া না করলেও মেহেরপুরের প্রতি আমার মায়া রয়েছে। আয়োজকবৃন্দরা এ ধরণের খেলা যতদিন আয়োজন করবে স্ট্যাসিস গ্রুপ প্রতিবারই এ খেলার স্পন্সর করবে।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ২০০২, রানার্স আপ ২০১০, সিনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ওল্ড টাইগার্স, রানার্স আপ ২০০১ সহ দুটি গ্রুপের ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট ইমরুল কায়েস এবং জুয়েল, ম্যান অব দা ফাইনাল জিকো,ফেয়ার প্লেট ট্রফি ২০০৪ ব্যাচ, সেরা রান সংগ্রহকারী,সর্বোচ্চ ছক্কা সেরা ক্যাচ ম্যান অব দ্যা সিরিজ ২০০২ এর ইমরুল কায়েসকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও প্রতিটি খেলার ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হিসেবে ইয়ারুল (২০০৮), জীবন(২০০৪), আসিফ (২০১১), ইমরুল কায়েস (২০০২), বিজন (২০১০), অমি (২০০৯),জুয়েল (ওল্ড টাইগার্স), রাসেল (২০০৪), জনি (২০০৫),পল্লব(২০১০), রনি(২০০১), অমি (২০০৯), জিকো (২০০২),নির্ঝর (২০১০),সোহাগ(২০০২)কে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক কাজী আনিসুজ্জামান, নাসির উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, সুশীল চক্রবর্তী,ব্যবসায়ী ফিরোজ আহমেদ, সোনিয়া শারমিন, টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্ত সাইদুর রহমান সিমন, কানন, রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। একই সঙ্গে উপস্থিত শিক্ষকদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে পলাতক

আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে দুর্ধষ পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার ভোর হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের সহায়তায় মুজিবনগর এলাকায় ত্রাস সৃষ্টিকারী, হত্যা, ডাকাতি ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ ০৮ টি বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত দুর্ধষ পলাতক আসামী উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের যতারপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এর ছেলে সেলিম রেজাকে (৩৫) গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানা সুত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থানা অফিসার ইন-চার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের দিকনির্দেশনায় মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এএসআই আব্দুল মালেক ও সঙ্গীয় ফোর্স এয়ারপোর্ট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামীকে গ্রেফতার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল জানান, অপরাধ সংঘটিত করে উক্ত আসামি সুকৌশলে পালিয়ে গিয়ে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় পলাতক অবস্থায় ছিল। গোপন সংবাদ পাওয়া যায় সে গোপনে বাংলাদেশে আসছে এর উপর ভিত্তি করে অভিযান চালিয়ে তাকে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেফতার করা হয়। আসামীকে প্রয়োজনীয় পুলিশ প্রহরার মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তিনি জানান।

গাংনী যাত্রা শিল্পী উন্নয়ন পরিষদের কমিটি গঠন সভাপতি আজগর সম্পাদক অল্ডাম

বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার কার্যকরী কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। বিলুপ্ত প্রায় সুস্থ

বিনোদনের মাধ্যম ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতির শেকড় দর্শক নন্দিত যাত্রাশিল্পকে ফিরিয়ে আনার প্রত্যয়ে গাংনীতে গঠন করা হয়েছে কার্যকরী কমিটি। গত রবিবার সকাল ১১ টার সময় গাংনীর ঐতিহ্যবাহী নাট্যক্লাব ‘সীমান্ত অপেরা’র নিজস্ব কার্যালয়ে ত্রি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

সীমান্ত অপেরা’র পরিচালক ও প্রযোজক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক আলোচনা শেষে নাট্যশিল্পী আলী আজগরকে সভাপতি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম কে সাধারন সম্পাদক মনোনীত করে কার্যকরী নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীকে রয়েছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সর্বজন শ্রদ্ধেয় সিরাজুল ইসলাম,কমরেড আব্দুল মাবুদ, আবুল কাশেম অনুরাগী সহ যাত্রাশিল্পী সংস্কৃতির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ।

একইভাবে গাংনী পৌর কমিটিও গঠন করা হয়। যাত্রাশিল্পী সংগঠক মো. কুতুবউদ্দীনকে সভাপতি ও নাট্যশিল্পী আকবর আলীকে সাধারন সম্পাদক মনোনীত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পৌর কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। গাংনী পৌর কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীতে রয়েছেন সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, আজিজুল হক রানুসহ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গ। কর্মী সম্মেলনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত যাত্রাশিল্পী ও মেহেরপুর জেলা পর্যায়ের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।